দৈনিক খবর

তারিখ ... 23 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণকে কেন্দ্র করে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অসন্তোষ আন্দোলন ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে

।। মতিউর রহমান লাল্টু ।।

কুষ্টিয়া, ২২শে মে — ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ফলে ছাত্র আন্দোলন ক্রমেই দানা বেধে উঠছে। বিশেষ করে কিছুদিন পূর্বে ছাত্রদের হাতে উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশে যে মামলা দায়ের করেছেন সেখানে প্রকৃত ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। ফলে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যকরী কমিটির সভায় মিথ্যা মামলার নিন্দা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১০ই এপ্রিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে কিছুসংখ্যক ছাত্রের হাতে লাঞ্ছিত হন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মতে জানা গেছে, ঐদিন সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ভবনের সামনে ছাত্র শিবিরের কতিপয় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতা ফেরদৌস চৌধুরীকে ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত ঘটনার বিচারের দাবীতে ছাত্রলীগ কর্মীরা উপাচার্যকে ঘেরাও করলে তার সাথে ছাত্রদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। উক্ত ঘটনায় উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় মামলা দায়েরের কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া সত্ত্বেও ঘটনার পরদিন ১১ই এপ্রিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মীর মুনিরুজ্জামান বাদী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আফসার আলীসহ ৪ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে ভিসির নিকট জোরপূর্বক চাঁদা দাবী করার অভিযোগ উত্থাপন করে সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ '৯২-এ কুষ্টিয়া সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। অথচ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে ভিসিকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার নিন্দা জানানো হয়েছে। সেখানে চাঁদাবাজির কোন কথাই উল্লেখ নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দায়েরকৃত মামলাকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের অপসারণ দাবী করা হয়। ইতিমধ্যে পুলিশ মামলার প্রধান আসামী ছাত্রলীগ (ম-ই) বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আফসার আলীকে গ্রেফতার করেছে

৪-এর পাতায় দেখুন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

৬-এর পাতার পর

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বর্তমান উপাচার্য আঃ হামিদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত শিবিরের আখড়া বানানোর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবেই প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যই ছাত্রলীগের ৪ জন নেতার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে ষড়যন্ত্রমূলক সন্ত্রাস দমন মামলায় জড়িত করেছে। ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে আরো অভিযোগ করা হয়েছে উপাচার্য আঃ হামিদের প্রত্যক্ষ মদদে শিবিরের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সম্প্রতি সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছে শিবিরের সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে দেওয়া গাড়ী থেকে প্রধানমন্ত্রীর নাম মুছে ফেলা, ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে) শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে তার নিকট থেকে জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিনতাই, জনসংযোগ কর্মকর্তার দফতরে হামলা চালিয়ে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের ডাইরী লুট করে নিয়ে যাওয়া, সাবেক রেজিস্ট্রারকে লাঞ্ছিত করা, বিভিন্ন শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও রুমে তালাবদ্ধ করে রাখা, কথায় কথায় প্রশাসনিক ভবন অবরুদ্ধ করে রাখা, ভার্সিটি ছাত্রলীগ (ম-ই) সভাপতি শাহজাহান আলম সাজুকে অপহরণের চেষ্টা ও লাঞ্ছিত করা, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও ছাত্রলীগ নেতা ফেরদৌসকে লাঞ্ছিত করা, ছাত্রদল নেতা সাইফুলকে ছুরিকাঘাত করা, ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার রুম ভাংচুর করা প্রভৃতি অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত। শিবির কর্মীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং কোন মামলাও করেনি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে শিবিরের বিপুলসংখ্যক বহিরাগত মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হলগুলো দখল করে বসে আছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ইতিপূর্বে হল তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে এল এম জি, কাটা রাইফেলসহ একই ব্যাগে রক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্র এবং সেই সাথে শিবির নেতাদের পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ শিবিরের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে অবিলম্বে ছাত্রনেতা আফছার আলীর মুক্তি, ৪ নেতার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, স্বাধীনতা বিরোধী ভিসি অধ্যাপক আঃ হামিদের অপসারণের দাবীতে ব্যাপক কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। ভিসি অপসারণের দাবী ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠছে। সেই সাথে স্থানীয় জনসাধারণও সেই আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ শহর এখন ভিসির অপসারণের এবং ছাত্রনেতা আফসার আলীর মুক্তির দাবীতে দেওয়াল